ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের দুই ঘন্টার কর্মবিরতি

ঝিনাইদহে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা দুইঘন্টা ব্যাপি কর্মবিরতি পালন করেছে।

সোমবার (৫ মে) সকালে ডিসি কোর্টের সামনে বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে এই কর্মসূচী পালন করে।

বিচার বিভাগের জন্য সূপ্রীম কোর্টের অধীন পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণকে বিচার বিভাগের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতন স্কেলের আলোকে বেতন ভাতা প্রদান, বিদ্যমান জুডিসিয়াল সার্ভিসের বেতন স্কেল ৭ম-১২তম গ্রেডভুক্ত করা এবং বিদ্যমান ব্লকপদ বিলুপ্ত করে যুগোপযোগী পদ সৃজনপূর্বক যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রেখে স্বতন্ত্র নিয়োগ বিধি প্রণয়নের দাবীতে তারা এই কর্মবিরতী পালন করেছে। অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণভাবে কর্মবিরতি পালন করে।

ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আমাদ উদ্দীনের সভাপতিত্বে বক্তব রাখেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতা ও ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আসাফ উদ দৌলা মাসুম, এছাড়াও কোর্টের নাজির সাইফুল ইসলাম নান্নু, সিজেএম আদালতের নাজির হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুরে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের কর্মবিরতি

স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং ন্যায্য পে-স্কেল নিশ্চিতকরণসহ একাধিক দাবিতে সারাদেশের মতো মেহেরপুরেও দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা।

সোমবার (৫ মে) সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তারা বলেন, ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর ‘মাসদার হোসেন’ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও আজও বিচার বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি।

তাদের অভিযোগ, শুধুমাত্র বিচারকদের জন্য পৃথক পে-স্কেল, বিচারিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলেও সহায়ক কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এছাড়াও, পদোন্নতির সুযোগ সীমিত হওয়ায় অনেকেই দীর্ঘদিন একই পদে থেকে অবসরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

তারা আরও বলেন, বর্তমানে জেলা ও দায়রা জজ (১ম গ্রেড) জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার বিচারিক কর্মকর্তা হলেও অধস্তন কর্মচারীদের বেশিরভাগই ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে চাকরি করছেন। অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় তাদের পদোন্নতির সুযোগ কম এবং ব্লক পদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ মেলে না।

কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও চীফ জুডিশিয়াল স্টেনোগ্রাফার শেখ মোহাম্মদ আহসানুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, জাকির হোসেন, সফিকুল ইসলাম (প্রধান তুলনাকারক, চীফ জুডিশিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত), অফিস সহায়ক বেদেনা বাবলী, প্রধান তুলনাকারী সহকারী আমিনুল ইসলাম এবং আব্দুল মুত্তালিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জামিন পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস

নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা মামলার জেরে ৮ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস।

আজ মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন চেয়ে আবেদন করলে আদালতের বিচারক মো: আব্দুর রহমান সরদার তাঁকে সহ দুজনের জামিন মঞ্জুর করেন। জামিনপ্রাপ্ত অন্যজন হলেন- মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামের মামুন অর রশিদ।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের আইনজীবী মিয়াজান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের পক্ষে আরও আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন খ ম হারন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল, কামরুল হাসান। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

জানা গেছে, গত ৮ জানুয়ারি সোমবার রাতে নৌকার সমর্থকরা আনন্দ মিছিলকে করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিনবিশ্বাসের বাড়ির সামনে গিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এসময় উভয় পক্ষের কর্মিদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে এতে উভয় পক্ষের ২১ জন কর্মি সমর্থক আহত হয়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ গিয়ে সেখানা ফাকা ৮ রাউন্ড গুলি ছুড়ে দু-পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া

উদ্দীন বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

গত ১০ জানুয়ারি মুজিবনগরের আমলি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস। আদালত তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠায়।